দৈনিক জনকণ্ঠ

১৮

তারিখ ... SEP 17 1999
পৃষ্ঠা ৭৮ কলাম ৩

ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারের জন্য আওয়ামী লীগ ২৬ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীকে গণসংবর্ধনা দেবে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর পল্টনে গণসংবর্ধনা দেয়া হবে। ফ্রান্সে শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করে এদিন তিনি দেশে ফিরবেন। গণসংবর্ধনা ছাড়াও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে বিমানবন্দরে অভিনন্দন জানানো হবে। বৃহস্পতিবার বিকালে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। দলের বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউস্থ কার্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আমির হোসেন আমুর সভাপতিত্বে এই জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ এবং দলের উপদেষ্টামণ্ডলী বিশেষ আমন্ত্রণে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র জানায়, বৈঠকের মূল এজেন্ডা ছিল প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনা। মাত্র এক ঘণ্টার বৈঠকে নেতাদের আলোচনায় উপজেলা নির্বাচন, বিরোধী দলের আন্দোলন এবং দলের গণসংযোগ কর্মসূচীর প্রসঙ্গ আসে। এছাড়া আজ শুক্রবার বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির ২৫ বছর পূর্তির অনুষ্ঠান সফল করার বিষয়েও আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে সন্ধ্যার পর ঢাকা মহানগরী আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় কেন্দ্রীয় ও নগর নেতৃবৃন্দ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশ প্রদান করেন। কার্যনির্বাহী সংসদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দু'এক দিনের মধ্যে দলের নীতি নির্ধারকগণ বৈঠকে বসবেন এবং গণসংবর্ধনার প্রস্তুতি ও দেশব্যাপী কেন্দ্রীয় নেতাদের সফরের জন্য টিম গঠন করবেন।

এক নেতা সাম্প্রতিক বিরোধী দলের আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে বলেন, এরা পরিকল্পনা করেই মাঠে নেমেছে। একটার পর একটা অঘটন ঘটানোর চেষ্টা করবে যাতে ইস্যু তৈরি করা যায়। এ ব্যাপারে সরকার এবং দলকে সতর্ক থাকতে হবে। তবে কোন অবস্থাতে মাঠ ছাড়া যাবে না।

অন্য এক নেতা আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে বলেন, লক্ষ্য রাখতে যাতে কোন অবস্থাতে দলের একাধিক প্রার্থী না থাকে। এই নির্বাচনে দলের বিপর্যয় হলে তা আগামী জাতীয় নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে। আবদুল কাদের সিদ্দিকী এবং আখতারুজ্জামান বাবুর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি আলোচনায় আসেনি বলে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুল জলিল জনকণ্ঠকে জানান। তিনি বলেন, যেহেতু বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে জরুরী ভিত্তিতে একটি বিশেষ কাজের অনুমোদন এবং প্রস্তুতির জন্য তাই এতে সাংগঠনিক বিষয়গুলো আলোচনা হয়নি। এগুলোর ব্যাপারে দলের নিয়মিত বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

বৈঠকের প্রস্তাবে বিরোধী দলের সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট, তিন দিনের হরতাল এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, এজন্য দেশের সাধারণ মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগে আওয়ামী লীগ সমবেদনা জানাচ্ছে। একই সঙ্গে হরতাল প্রত্যাখ্যান করায় অভিনন্দন জানাচ্ছে দেশবাসীকে। এতে বলা হয়, নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব নয় জেনেই বিরোধী দল ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। মরিয়া হয়ে উঠেছে দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য। প্রস্তাবে বিএনপিসহ বিরোধী দলের এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতি ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।